

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২৯, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৪ কার্তিক ১৪২১/২৯ অক্টোবর ২০১৪

নং ০৪.৪২১.০৬২.০১.০১.০২২.২০১৩-৩৩৪—বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, জাতীয় অধ্যাপক আবুল ফয়েজ সালাহুদ্দীন আহমদ গত ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্সলিলাহে.....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

২। আবুল ফয়েজ সালাহুদ্দীন আহমদ ১৯২৪ সালে ফরিদপুর শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের আদি নিবাস গোপালগঞ্জ জেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে বিএ (অনার্স) এবং এমএ সম্পন্ন করার পর যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে তাঁর শিক্ষকতা জীবনের শুরু হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনেস্কো কালচারাল ফেলো হিসাবে এবং ১৯৬৩ সালে পেনসিলভেনিয়া ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ে লেকচারার পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসহ ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেন, যেগুলি দেশে-বিদেশে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

৩। অধ্যাপক সালাহুদ্দীন আহমদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ২০১১ সালে জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির সভাপতি এবং বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও দেশপ্রেমিককে হারাল।

( ১৯৩৪৯ )

মূল্য : টাকা ৪.০০

৪। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ জাতীয় অধ্যাপক এ এফ সালাহুউদ্দীন আহমদ-এর অবদান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ, তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৫ কার্তিক ১৪২১/২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

৫। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, জাতীয় অধ্যাপক আবুল ফয়েজ সালাহুউদ্দীন আহমদ-এর মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ০৫ কার্তিক ১৪২১/২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা  
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

## মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা:  $\frac{০৫ \text{ কার্তিক } ১৪২১}{২০ \text{ অক্টোবর } ২০১৪}$

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, জাতীয় অধ্যাপক আবুল ফয়েজ সালাহুদ্দীন আহমদ গত ১৯ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্মালিগ্লাহে.....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

আবুল ফয়েজ সালাহুদ্দীন আহমদ ১৯২৪ সালে ফরিদপুর শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের আদি নিবাস গোপালগঞ্জ জেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে বিএ (অনার্স) এবং এমএ সম্পন্ন করার পর যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে তাঁর শিক্ষকতা জীবনের শুরু হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৬ সালে জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনেস্কো কালচারাল ফেলো হিসাবে এবং ১৯৬৩ সালে পেনসিলভেনিয়া ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ে লেকচারার পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসহ ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেন, যেগুলি দেশে-বিদেশে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

অধ্যাপক সালাহুদ্দীন আহমদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ২০১১ সালে জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির সভাপতি এবং বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও দেশপ্রেমিককে হারাল।

মন্ত্রিসভা বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ জাতীয় অধ্যাপক এ এফ সালাহুদ্দীন আহমদ-এর অবদান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছে এবং তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।